



## 119695 - পপেসি পান করা কি হারাম; যহেতে এটি শারীরিক ক্ষতি করে?

### প্রশ্ন

এটি সাব্যস্ত য়ে, পপেসি ও কলোয়া স্বাস্থ্যেরে জন্য ক্ষতকির; যহেতে এগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। এর পরপ্রিক্ষেতি এ কথা কি বলা যায় য়ে, কলোমল-পানীয়সমূহ পান করা হারাম। যহেতে এগুলোর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে সব জনিসি মানবদহেরে ক্ষতকির সাব্যস্ত হয়ছে সেগুলো পানাহার করা নাজায়যে। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “নজিদেেরকে হত্যা করো না। নশিচয় আল্লাহ তোমাদেরে প্রতি পরম দয়ালু।” [সূরা নসি, আয়াত: ২৯] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ক্ষতকির নয় এবং ক্ষতির বিপরীতে ক্ষতকিরও নয়” [মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ (২৩৪১), আলবানী ‘সহহি সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

অতএব, যদি সাব্যস্ত হয় য়ে, কোন পানীয় বা খাবার বাস্তবকিই মানবদহেরে ক্ষতকির তাহলে সেটি গ্রহণ করা জায়যে নয়। আর যদি বিষয়টিকে বেল অনুমান নির্ভর হয় কথিবা দাবী নির্ভর হয়; তাহলে এর দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হবে না।

খাবার ও পানীয়সমূহেরে মূলবধিান হলো হালাল। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “তনিহি যমীনে যা আছে সব তোমাদেরে জন্য সৃষ্টি করছেন।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৯]

তাই সঠিকি দলিল ছাড়া; নছিক অনুমান বা সংশয়ের কারণে কোন কছিক হারাম বলা জায়যে নয়। তাছাড়া যদি সাব্যস্ত হয় য়ে, এই পানীয়গুলো ক্ষতকির এবং ক্ষতির কারণে এগুলো হারাম হওয়ার হুকুম দয়ো হয়; সক্ষেত্রেও হারাম হবে ক্ষতকির পরিমাণটুকু। তাই যদি সামান্য পান করলে ক্ষতনা হয় তাহলে ততটুকু পান করা হারাম হবে না।

আলমেগণ উল্লেখ করছেন য়ে, “যে জনিসি অধিক পরিমাণ ক্ষতকির সটোর অল্প পরিমাণ জায়যে”। [দখেুন: আল-ইনসাফ (১০/৩৫০) ও কাশশাফুল ক্বনি (৬/১৮৯)]

আর য়ে ব্যক্তি সতর্কতাবশতঃ এই ধরণেরে পানীয়গুলো পান করত না চায় বা নিরাপদে থাকতে চায়; এতে কোন আপত্তি নহে। কিন্তু সে ব্যক্তি সুস্পষ্ট দলিল ছাড়া এটাকে হারাম বলতে পারনে না।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।